পূজ্যপাদ আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী।

পূজ্যপাদ আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী।

বংশ।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কালনা সহরের অনতিদূরস্থ ধাতুগ্রাম নিবাসী রাঢ়ীশ্রেণী ফুলিয়া মেলের আবসথ গঙ্গানন্দী সদাশিব চট্টোপাধ্যায়ের বংশধর, পরম্পরাগত বিশিষ্ট অধ্যাপক বংশোদ্ভূত ৺রামকান্ত তর্কালঙ্কার কিয়দধিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পাটনা সহরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে তাৎকালিক পাটনা সুপ্রীম কোর্টের "জজ-পণ্ডিত" পদ গ্রহণ করিয়া এবং উক্ত প্রদেশে কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার পুত্র ৺রামদাস চট্টোপাধ্যায় উক্ত সহরে প্রথমে পাটনাকোর্টের হেড ক্লার্ক এবং সেরিস্তাদার পদ গ্রহণ করিয়া বাস করেন। পরে, ক্রমে মির্জাপুরের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার পদ প্রাপ্তি হওয়ায় ও ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি কারণ বিশেষ ধনী হয়েন। তিনি ইংরাজি ও পার্শি বিদ্যায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। উক্ত প্রদেশের মধ্যে সেই সময়ে তাঁহার লাইব্রেরী প্রসিদ্ধ ছিল। সেই সময়ে তিনি জানিতে পারিলেন যে বঙ্গদেশ হইতে অনেক বঙ্গবাসী কাশীধামে আসিয়া বেদশিক্ষার জন্য নানারূপ আয়াস করিয়াও কোন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী বেদবিদ্‌গণের নিকট সফল-মনোরথ হইতে পারিতেছেন না। ইহাতে তিনি তাঁহার পুত্রগণকে বেদবিৎ করিবার সঙ্কল্প করিয়া নিজের কর্ম্ম ও বিশাল জমিদারির মায়া পরিত্যাগ করিয়া ৺কাশীধামে সপরিবারে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এইখানে অনেক চেষ্টা করিয়া "সরস্বতীমঠে" এবং তৎকালের একমাত্র অদ্বিতীয় সামবেদী ৺নন্দরাম ত্রিবেদীর নিকট তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যব্রতের সাঙ্গ-বেদশিক্ষার ভারার্পণ করিলেন।

জন্ম ও বাল্যকাল।

পাটনা সহরে ইংরাজী ১৮শে মে ১৮৪৬ সাল বৃহস্পতিবারে আচার্য্য সত্যব্রত জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম কালিদাস হইয়াছিল, কিন্তু যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৪ বা ৫ বৎসর, তখন কোন ঘটনাবিশেষে তাঁহার সত্যবাদিত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক "সত্যব্রত" নামকরণ হয়। ঠিক ৫ বৎসর বয়সে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধীশক্তি প্রভাবে মাত্র ৩ বৎসরকাল গৃহরক্ষিত শিক্ষকগণের যত্নে বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের প্রথম শিক্ষার পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। তার পর, ৮ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তিনি পিতা মাতা প্রভৃতি সহ ৺কাশীধামে নীত হয়েন। তথায়, যথারীতি উপনীত হইয়া সমগ্র ভারতভূমির মধ্যে সেই সময়ের সর্ব্বপ্রধান সাঙ্গবেদবিৎ দণ্ডী এবং "সরস্বতীমঠের" গুরু গৌড়স্বামীর নিকট তিনি ব্রহ্মচারী-রূপে পিতা কর্ত্তৃক ন্যস্ত হইলেন। তাৎকালিক সামবেদী ৺নন্দ রাম ত্রিবেদী তাঁহার

বেদচতুষ্টয়ের অধ্যাপনার ভার লইলেন। বলা বাহুল্য, তিনি যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়া "সরস্বতী-মঠে" প্রেরিত হইলেন বটে, কিন্তু বঙ্গদেশের প্রচলিত প্রথানুসারে উপনীত হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার সমাবর্ত্তন হয় নাই। গৌড় স্বামীর নিকট সমস্ত ব্রহ্মচর্য্যাবস্থা কাটাইতে হইয়াছিল—এমন কি, বাটীতে আহারাদি পর্য্যন্ত হইত না, গুরুগৃহে পুরি, মিষ্টান্ন ফলাদি খাইয়া থাকিতে হইত। গৌড় স্বামী দণ্ডী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সমভিব্যাহারে সত্যব্রতকে ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিতে ও তল্লব্ধ ফলাদি খাইয়া থাকিতে হইত। এই কারণে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বঙ্গবাসীর প্রধান আহার যে অন্ন তাহা আহার করিতে পারেন নাই—আবাল্যঅভ্যাস্ত রুটী, লুচী, দুগ্ধ ও মিষ্টান্নই তাঁহার আজীবন আহার ছিল। বাল্যকালের ক্রীড়ার মধ্যে তাঁহার ব্যায়াম চর্চ্চাই প্রধান ছিল। তিনি বাটীতে আসিতে অবসর বা গুরুর অনুমতি কম পাইতেন, কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহার ব্যায়াম ও সন্তরণকৌশল শিক্ষার জন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং আচার্য সত্যব্রত কেবল এই শিক্ষার জন্য গৃহে আসিতে পাইতেন।

পাঠ।

পূর্ব্বজন্মের সংস্কার পরজন্মে প্রস্ফুটিত হয়, ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আচার্য্য সত্যব্রতের জীবন। যে পাণিনি ও মহাভাষ্য সমগ্র আয়ত্ত করিতে সাধারণ লোকের কত বৎসর কাটিয়া যায়, তাহাই তিনি দুই বৎসরের মধ্যেই বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এমন কি শেষজীবন পর্য্যন্ত সমগ্র মহাভাষ্য তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। যে মীমাংসা দর্শন অতি কমলোকের ভাগ্যেই বোধগম্য হয় সেই মীমাংসা দর্শন তিনি এত শীঘ্র অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে তাঁহার গুরুজী বলিতেন যে সত্যব্রত পূর্ব্বজন্মে কোন মীমাংসা-দার্শনিক ছিলেন। সমগ্র অঙ্গ সহিত চতুর্ব্বেদ—তিনি দ্বাদশবর্ষ মাত্র সময়ের মধ্যে সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিংশতি বৎসরমাত্র বয়সের সময় বুন্দী রাজসভায় সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত, দর্শন প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গের সহিত চতুর্ব্বেদের একপক্ষকালব্যাপী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি "সামশ্রমী" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় রাত্রিকালে কেবল ২।৩ ঘণ্টা মাত্র তিনি নিদ্রায় কাটাইতেন। কখন দিবানিদ্রা করেন নাই।

এইখানে উল্লেখ করিতে হইতেছে যে তিনি পাঠ্যাবস্থাতেই মঠেতে গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অনেক ছাত্রকে বিবিধ শাস্ত্র অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। এই সকল ছাত্রের মধ্যে অনেকে তাঁহার অধ্যাপনাতে এতদূর অনুরক্ত হয়েন যে আচার্য্য সত্যব্রতের মঠত্যাগের পরও তাঁহারা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন ত্যাগ করেন নাই।

ভ্রমণ।

ইংরাজী ১৮৬৬ সালে পাঠ সাঙ্গ করিয়া জ্ঞান ও যশের বিস্তারলাভাকাঙ্ক্ষায় পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, আচার্য্য সত্যব্রত পদব্রজে শতাধিক ছাত্র সমভিব্যাহারে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হয়েন। অযোধ্যা, কান্যকুব্জ, কম্পিলা, জয়পুর, নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার, সপ্তস্রোত, ব্রহ্মা-সংগম, হৃষীকেশ, দুর্গম লছমন্ ঝুলাপার, এবং কাশ্মীর, গুজরাট, ইত্যাদি নানা স্থান প্রায় দুই বৎসর কাল ভ্রমণ করিয়া অনেক সভায় বিচারে জয়ী হইয়া স্বীয় যশঃসৌরভ সম্যক্‌রূপে

বিকীর্ণ এবং নিজের জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া আচার্য্য সত্যব্রত প্রফুল্লমনে পিতা মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করত: গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ঊষা কালের পর হইতেই মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত এবং সায়াহ্নের পর হইতেই এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি ব্রহ্মচারী বেশে শতাধিক শিষ্য ও ছাত্র-মণ্ডলীর অগ্রণী হইয়া স্তবাদি গান করিতে করিতে দিগ্‌দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া পদব্রজে পথ অতিবাহিত করিতেন। ভ্রমণকালে পথিপার্শ্বস্থ সমবেত ভক্তমণ্ডলীদ্বারাই তাঁহার ও শিষ্য এবং ছাত্রগণের আহার্য্য সংগৃহীত হইত। এই ভ্রমণ কালের সমস্ত বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করা এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে সম্ভব নহে, তবে কয়েকটী ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। যখন আচার্য্য সত্যব্রত হরিদ্বারে উপস্থিত হন তখন সে স্থলে দ্বাদশবার্ষিকী কুম্ভমেলার সময়। সেই স্থানে গোস্বামীরা প্রকৃত সন্ন্যাসী কি না ও তাঁহারা সন্ন্যাসীদের সমস্ত অধিকার পাইতে পারেন কি না ইহার মীমাংসা করিবার জন্য কাশ্মীরপ্রদেশের মহারাজা রণবীর সিং বাহাদুর পশ্চিমোত্তর প্রদেশের পণ্ডিতগণকে আহ্বান করেন। গৌড় স্বামীর প্রধান শিষ্য আচার্য্য সত্যব্রতও চারিজন মাত্র শিষ্য সহ আহূত হয়েন। সেই সভায় কয়েকদিনব্যাপী বিচারের পর আচার্য্য সত্যব্রত ও তাঁহার পক্ষীয়গণের জয় এবং গোস্বামীপক্ষীয়দিগের পরাজয় হয়। যখন আচার্য্য সত্যব্রত সদলে জয়পুর সভায় উপস্থিত হন, তখন সেই সভায় একজন দিগ্বিজয়ী "হরিশ্চন্দ্র" নামা পণ্ডিত মহারাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। সেই সভাপণ্ডিত রাজসভায় মহারাজের দক্ষিণদিকে এক রৌপ্যসিংহাসনে উপবেশন করিতেন। রাজসভার উপরে এক ধ্বজা স্থাপিত ছিল এবং তাহাতে সংস্কৃতকবিতায় লিখিত ছিল যে, যে পণ্ডিত বিচারে দিগ্বিজয়ী হরিশ্চন্দ্রকে পরাস্ত করিতে পারিবেন তিনিই মহারাজের দক্ষিণদিকের সিংহাসন অধিকার করিতে পাইবেন। বলা বাহুল্য, ক্ষণজন্মা সত্যব্রত দ্বারাই এক সপ্তাহব্যাপী নানাশাস্ত্রবিচারের পর সেই সিংহাসন অধিকৃত ও হরিশ্চন্দ্রের গর্ব্ববোধক ধ্বজদণ্ড ভগ্ন করান হইয়াছিল। এই বিচারের ফলে জয়পুরের বহুকাল প্রচলিত "তপ্তমুদ্রা"প্রথা রহিত এবং আচার্য্য সত্যব্রতের যশঃসৌরভ বিকীর্ণ হয়। দুঃখের বিষয়, হরিশ্চন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব হওয়ায় তাঁহার হৃদয়ে বিদ্বেষানল এরূপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে যে তিনি আচার্য্য সত্যব্রতের আশ্রয়গৃহে অগ্নি প্রদান করেন সুতরাং প্রাণভয়ে ও হরিশ্চন্দ্র হইতে অন্যরূপ বৈরনির্য্যাতন আশঙ্কায় আচার্য্য সত্যব্রতকে গৃহে অগ্নিদাহের রাত্রিতেই জয়পুর হইতে পলাইতে হয়।

আচার্য্য সত্যব্রত সমগ্র কাশ্মীর প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া হিমালয় পারে মানসসরোবর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কাশ্মীরে ভ্রমণকালে একদিন এক ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীতে স্নানকালে তাঁহার অঙ্গ শৈত্যে অবশ হওয়ায় তিনি ভাসিয়াগিয়াছিলেন কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কতকগুলি স্নানকারিণী কাশ্মীররমণীর সাহায্যে তিনি সে যাত্রা রক্ষা পান। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত দুর্গমপ্রদেশে ভ্রমণ কালে তিনি ক্রমে ক্রমে শিষ্য ও ছাত্র রহিত হইয়া একাকী হইয়াছিলেন। হিমাচলে ভ্রমণ কালে তাঁহার অনেক সাধুদর্শন লাভ হয়। কয়েকজনের নিকট হইতে তিনি দুরূহ শাস্ত্রার্থ জ্ঞানলাভও করেন।

বিবাহ—বেদপ্রচার-উদ্যোগ।

ভ্রমণের পর গৃহে (অর্থাৎ কাশীতে) প্রত্যাগমন করিয়া তিনি কিছু কাল পিতার বিহারপ্রদেশস্থ জমিদারীর হিসাবাদি দেখেন এবং ছাত্র অধ্যাপনা করেন। একদিন ঘটনাচক্রে সেই সময়ের বঙ্গদেশের মধ্যে একপত্রী প্রধানস্মার্ত্ত নবদ্বীপবাসী সুপ্রসিদ্ধ ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের সহিত কাশীতে এক সভায় আচার্য্য সত্যব্রতের বিচার হয় এবং সেই বিচারে বিদ্যারত্ন মহাশয় পরাস্ত হওয়াতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া আচার্য্যের পিতার সহিত দেখা করেন এবং বলেন যে তাঁহার ক্ষোভ নিবারণের একমাত্র উপায় তাঁহার পৌত্রীর (৺মথুরা নাথ পদরত্নের জ্যেষ্ঠা কন্যার) সহিত আচার্য্যের বিবাহ প্রদান। আচার্য্যের পিতা ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা করিতে অগত্যা উক্ত বিবাহে স্বীকৃত হয়েন এবং ১৮৬৮ সালের শেষ ভাগে আচার্য্যের যথারীতি সমাবর্ত্তনান্তে বিবাহ হয়।

ইংরাজী ১৮৬৯ সালের নভেম্বর মাসে কাশী মহারাজের দরবারে দেশবিখ্যাত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত অন্যান্য অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতের বেদের মধ্যে পৌত্তলিকতা আছে কি না এই প্রশ্নের বিচার হয়। এই বিচারে আচার্য্য সত্যব্রত মধ্যস্থ থাকেন। এই সময়ে আচার্য্য সত্যব্রতকে তাৎকালিক কাশীসংস্কৃতকলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে বাসনা করেন,কিন্তু তেজস্বী আচার্য্য তাহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং প্রত্যাখ্যানের দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করেন—প্রথম, প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করিলে তাঁহার সহিত একত্র সমান ভাবে উপবেশন বা কথোপকথন করিতে পারিবেন না; দ্বিতীয়, বঙ্গদেশে বেদপ্রচার জন্যই তাঁহার শিক্ষা, সুতরাং কাশীতে কর্ম্ম স্বীকার করিলে সে উদ্দেশ্য বিফল হইবে। ইংরাজী ১৮৭০ সালে তিনি কাশী হইতেই লুপ্তকল্প বৈদিকগ্রন্থ সমূহ প্রচার-বাসনায় "প্রত্নকম্র-নন্দিনী" নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন এবং ডক্টর ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিশেষ আগ্রহে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীতে সামবেদ প্রকাশের এডিটরি গ্রহণ করেন। এই সময়, তাঁহাকে কলিকাতা ও কাশীতে যাতায়াত করিতে হইত। পিতৃবিয়োগের পর, সপরিবার কলিকাতায় আগমন করেন। বৈদিক গ্রন্থ সমূহ প্রচার কার্য্যের সুবিধার জন্য নিজে একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করেন। এই সময় হইতে (১৮৭৫ সালে) তাঁহার বঙ্গে বেদপ্রচার কার্য্য রীতিমত আরম্ভ হয়।

বঙ্গে বেদপ্রচার।

কলিকাতায় আসার পর তিনি প্রথমেই গৃহে অন্নদান করিয়া ছাত্র পড়াইতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তাঁহাকে নানাস্থানে অধ্যাপক বিদায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সময় নষ্ট হয় এইরূপ বোধ করিয়া এরূপ নিমন্ত্রণ স্বয়ং রক্ষা করা তিনি অধিকাংশস্থলে বন্ধ করেন। কয়েক বৎসর পর সুপ্রসিদ্ধ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু বিবাহ আইন দ্বারা রহিত করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। আচার্য্য সত্যব্রত ও ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতিপ্রভৃতি এ মতের বিপক্ষ হন এবং ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আচার্য্যের লিখিত-বিচার হয়। শেষে ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহার এ বিষয়ে আইন বিধিবদ্ধ করাইবার চেষ্টা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। আচার্য্য "প্রত্নকম্রনন্দিনী" তে নানা লুপ্ত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া প্রাচ্যপণ্ডিত-মণ্ডলীর

বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন—পরে, তাঁহার "ঊষা" নাম্নী পত্রিকাতে নানা বিষয়ের আলোচনা ও নূতন বৈদিক তথ্য সমূহের আবিষ্কার করেন। এমন কি, ভট্টমোক্ষ মুলর প্রভৃতি পত্র দ্বারা আচার্য্যের প্রকাশিত কোন কোন গ্রন্থ ও তথ্য বর্ত্তমান যুগে আবিষ্কার বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং আচার্য্যকে তজ্জন্য শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটী হইতে আচার্য্য সভাষ্য সামবেদ সংহিতা, নিরুক্ত, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় সংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণ প্রকাশিত করেন এবং স্বয়ং নিজের মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাঙ্গলা অক্ষরে সভাষ্য ও সটীক সামবেদ, যজুর্ব্বেদ ও নানা ব্রাহ্মণ ও অন্য গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। এমন কি, বৌদ্ধদিগের কয়েকখানি ধর্ম্মশাস্ত্রও বাঙ্গলা অনুবাদ সহ প্রকাশিত করেন। শাস্ত্রানুসারে আর্য্যদের কন্যাগণের বিবাহ কাল ঋতুমতী হওয়ার পরে—পূর্ব্বে নহে—অভক্ষ্য ভক্ষণ ও নিষিদ্ধ আচার আচরণ না করিয়া আর্য্যজাতির সমুদ্র যাত্রায় জাতি হানি হয় না—আর্য্যজাতিতে পূর্ব্বে স্ত্রীলোকগণেরও বেদে অধিকার ছিল, এমন কি অনেক বৈদিক বিদুষী ব্রাহ্মণ গ্রন্থ রচনা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন—আর্য্যজাতির স্ত্রীলোকের মধ্যে পূর্ব্বে ছত্র ও উপানৎ ব্যবহার ছিল—ইত্যাদি নানা মত আচার্য্য সপ্রমাণ প্রকাশিত করিয়া বিদ্বৎসমাজ চমৎকৃত করিয়াছেন। প্রাচ্যপণ্ডিতদ্বারাই মাধ্যাকর্ষণ-আবিষ্কৃত হয়—ইহাই জগতে প্রসিদ্ধি; কিন্তু আচার্য্য প্রমাণ করিয়াছেন যে এই মাধ্যাকর্ষণ-তথ্য বৈদিক যুগে সাধারণভাবে বিদিত ছিল। পৌরাণিকেরা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সূর্য্যের ভ্রমণ স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু আচার্য্য বৈদিক প্রমাণ দ্বারা তদ্বিপরীত তথ্য প্রকাশিত করেন। এইরূপ নানা নূতন তথ্য আচার্য্যের দ্বারা প্রকাশিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিরুক্ত ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বিশদ ভূমিকাতে নানা গ্রন্থের, তৎকর্ত্তার ও তৎকৃতিত্বের সময়াদি বিশেষরূপে সপ্রমাণ স্থিরীকৃত করিয়াছেন। ত্রয়ীমধ্যে ঋক্ ও যজুঃ পাঠ ও পদ্ধতি উত্তরপশ্চিমে ও মহারাষ্ট্র দেশে বিশেষ জ্ঞাত ছিল কিন্তু সামের পাঠ ও বিনিয়োগাদি সমস্ত ভারতে একমাত্র আচার্য্যেরই জ্ঞাত ছিল। তাঁহার পঠদ্দশায় যে কয়জন বৈদিক গুজরাট্, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থলে ছিলেন তাঁহাদের মৃত্যুর পর আচার্য্যই একমাত্র ভারতে সামবেদী ছিলেন। গুজরাট্ মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থলে সামগান গাথা-স্বরূপ ছিল, কিন্তু আচার্য্য ছাত্র বিস্তার দ্বারা সমগ্র ভারতকে জানাইয়াছেন যে সামগান ও তদ্বিনিয়োগাদি কিরূপ। প্রাচীন বৈদিকগণের অবসানে ভারতের এমন দুরবস্থা হইয়াছিল যে বহু পূর্ব্বে এক সময় ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় সামগানের মধ্যে প্রত্যেক সামের শেষের অক্ষর গুলি কি অর্থে ও কি প্রয়োজনে ব্যবহৃত ইহা জানিবার জন্য সমগ্র ভারতে—কাশী, মিথিলা, গুজরাট্, কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি নানাস্থানে—স্বয়ং, লোক এবং পত্র দ্বারা চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হয়েন, অবশেষে আচার্য্যের নিকট হইতেই তাঁহার আশা পূর্ণ হয়। যে মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাব প্রদেশ এককালে বেদের আকর ছিল, কি দুঃখের বিষয়, সেই সব দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৈদিকগণকেও আচার্য্যের নিকট হইতে বৈদিক গ্রন্থের তথ্য সমূহের পত্র দ্বারা—কখন বা স্বয়ং—মীমাংসা করিয়া লইতে হইত! গৌড়স্বামী ৺নন্দরাম ত্রিবেদী এবং গুজরাট্, কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশস্থ কয়েকজনা বৈদিকের মৃত্যুর পর ভারতের এই দশা ঘটিয়াছিল! আচার্য্যই একছত্রী বৈদিক ছিলেন এবং ছাত্র ও পুস্তকাদির বহুল প্রচার দ্বারা সমগ্র ভারতকে জানাইয়াছেন যে, বেদ কি—ব্রাহ্মণ গ্রন্থ কি—তাহার অঙ্গ গ্রন্থ কি—প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক মন্ত্রের কয়রূপ অর্থ ও তাহার প্রয়োগ কিরূপ। আচার্য্যেরই আজীবন বিরাম রহিত চেষ্টায় আজ ভারতবাসী জানিয়াছেন যে প্রাচ্য বৈদিকগণের

উদ্ঘোষিত বৈদিক তথ্য ও ব্যাখ্যা গুলি বিনা বিচারে গ্রহণ করিবার নহে—আজ অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে এ ভারতভূমি আর্য্যজাতিরই চিরবসতিস্থল—এখানে আর্য্যজাতি ঔপনিবেশিক নহেন। আজ যে নানা পত্রিকাতে বৈদিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে—বহু পণ্ডিত দ্বারা বৈদিক গ্রন্থসমূহের আলোচনা ও প্রকাশ হইতেছে—ইহা সমস্তই আচার্য্যের অধ্যাপনা ও শাস্ত্র প্রকাশের ফল। বলিতে কি, মুসলমান রাজত্ব ও পৌরাণিক সময়ের পর ভারতে আর্য্যজাতির প্রাণস্বরূপ বেদচর্চ্চা লোপ হইয়াছিল, তাই মঙ্গলময় বিধাতা ভারতের সুখস্বর্গ বৃটিশরাজত্বের সহিত এক বঙ্গবাসীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন,যাঁহার আজীবন শ্রমফলে লুপ্ত গ্রন্থ ও ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় অতিদূরে নহে। আজ অনেকেই পৌরাণিক ধর্ম্মের নিগূঢ় তথ্য আবিষ্কারে যত্নবান হইয়াছেন দেখা যায়—সে কাহার চেষ্টার ফল? আচার্য্য সত্যব্রতের। আচার্য্য নানারূপে বুঝাইয়াছেন পুরাণাদি উপধর্ম্মের গ্রন্থাদি কি কি, কখন ও কেন ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—তাই আজ সকলের চক্ষু উন্মিলীত হইয়াছে। আচার্য্যের পাঠ্যাবস্থার সময় ও পূর্ব্বে মহাত্মা ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বর্দ্ধমানের তৎকালের মহারাজা কয়েকজন ব্রাহ্মণকে কাশীতে বেদাদি গ্রন্থ শিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তখনকার কাশীর গৌড়স্বামী প্রভৃতি বৈদিকেরা বঙ্গবাসী বলিয়া সেই সকল ব্রাহ্মণকে অধ্যাপনা করেন নাই, অগত্যা তাঁহাদিগকে দর্শনাদি মাত্র শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিতে হয়। বঙ্গের কি সৌভাগ্য যে আচার্য্যের পিতার চেষ্টায় আচার্য্য দেশের মুখ রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন। আচার্য্য মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অধ্যাপনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, এমন কি, মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বেও যখন তাঁহার জ্ঞান ছিল তখনও কর্ণাট হইতে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কতকগুলি বৈদিক তথ্যের পত্রদ্বারা মীমাংসিত হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া স্বয়ং আচার্য্যের নিকট আসিয়া মীমাংসা করাইয়া লন—আচার্য্য সেইরূপ পীড়িত অবস্থাতেও আত্মীয়দের নিষেধ সত্ত্বেও যথাশক্তি শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি শেষ পর্য্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটীর ফেলো, ফাইললজিক্যাল কমিটীর মেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদের লেক্‌চারার ও এম্ এ পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। পঞ্জাবে শাস্ত্রী প্রভৃতি পরীক্ষার পরীক্ষক এবং বঙ্গদেশের টোলসভার সভ্য ছিলেন। ভারতব্যাপী আর্য্য সমাজের প্রসিদ্ধ উপদেশকগণ তাঁহার নিকট দুরূহ শাস্ত্রার্থ শিক্ষা করিতেন—এমন কি, কেহ কেহ কিছুদিনকাল তাঁহার নিকট থাকিয়া অধ্যয়ন করিয়া পুনরায় উপদেশক কার্য্যে যাত্রা করিতেন।

অবসান।

প্রায় ৬ মাস কাল সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ১লা জুন (১৯১১ সাল) বৃহস্পতিবারে বেলা ৫॥০ টার সময় আচার্য্যের দেহাবসান হয়। আচার্য্য অসংখ্য ছাত্র, গ্রন্থ, সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর ও তিনটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। আচার্য্যের মনে ছিল যে একখানি বেদের অভিধান, নিরুক্তের সটীক আর একটী সংস্করণ এবং ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের বৈদিক শাস্ত্রানুযায়ী আচারাদি বিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া এবং বৈদিক গ্রন্থ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী লেক্‌চার সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ করিবেন—কিন্তু ভগবানের তাহা ইচ্ছা নহে—

উক্ত সমস্ত কার্য্যগুলির অসম্পূর্ণ অবস্থা তাঁহার পুত্র বা ছাত্রগণের দ্বারাই বোধ হয় সম্পূর্ণ হইবে। এখন—"যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্।"

"যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।"

কলিকাতা,
১৩নং ঘোষের লেন,
১১ই জুন, ১৯১১।

পাদাম্বুসেবী—
শ্রীদেবব্রত বিদ্যারত্ন, এম, এ।

কলিকাতা।

৬৪।১ ও ৬৪।২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।